এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা / সংখ্যা ১৫৬ / জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ / রেজি নং-২৪-৮৭

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এলজিইডি আয়োজিত অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। পেছনের সারিতে সম্মাননা স্মারক হাতে আত্মনির্ভরশীল নারীগণ

ভেতরের পাতায়

সম্পাদকীয়, পৃ: ২

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত ৪৫টি পৌরসভায় গার্বেজ ডাম্প ট্রাক হস্তান্তর , পৃ: ৩

এলজিইডির আওতায় বাস্তবায়নাধীন কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে, পৃ: ৩

প্রভাতী প্রকল্পের আওতায় রংপুরে জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত, পৃ: ৪

এলজিইডি ক্রিম-ক্রিলিকের কেএফডব্লিউ রিভিউ মিশন, পৃ: ৪

পুকুর-খাল উন্নয়নের ফলে উপকৃত হচ্ছে মানুষ, পৃ: ৫

খাগড়াছড়িতে খাল পুনর্খননে চার গ্রামের কৃষকের মুখে হাসি, পৃ: ৬

সড়ক উন্নয়নের ফলে আর্থসামাজিক অগ্রগতি পাচ্ছে, পৃ: ৬

যশোরে নির্মিত দুটি সেতু জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে, পৃ: ৮

নতুন বাংলাদেশে জেন্ডারকেন্দ্রিক কোন বৈষম্য থাকবে না

– স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

অন্তবর্তীকালীন সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ পরবর্তী নতুন বাংলাদেশে জেন্ডারকেন্দ্রিক কোন বৈষম্য থাকবে না। সরকার যে সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তা সফল করতে সর্বস্তরের নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। ৮ মার্চ ২০২৫ এলজিইডির সদর দপ্তরে কামরুল ইসলাম সিদ্দিক মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত 'শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা ২০২৫' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা আরও বলেন, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫১ শতাংশ নারী। ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে নারীদের বিরত রাখলে জাতীয় অগ্রযাত্রায় অন্তরায় সৃষ্টি হবে। তিনি আরও বলেন, নারীর সমঅধিকার ও সমঅংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠা আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার। দিবসটি উপলক্ষে এলজিইডি ১০ জন সফল নারীকে সম্মাননা প্রদান করে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মোঃ নিজাম উদ্দিন বলেন, এলজিইডি প্রকৌশল অধিদপ্তর হয়েও নারী উন্নয়নে কাজ করছে। এ উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া বলেন, ২০১০ সাল থেকে এলজিইডি শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভর নারীদের সম্মাননা দিয়ে আসছে। তিনি উল্লেখ করেন, এলজিইডি ২০১০ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত তিনটি সেক্টরে মোট ১৫৭ জন নারীকে সম্মাননা প্রদান করেছে। প্রধান প্রকৌশলী উল্লেখ করেন, নারীর দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভরশীল করতে এলজিইডি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কাজ করে আসছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি মোঃ আনোয়ার হোসেন।

এরপর পৃষ্ঠা-০৫

সম্পাদকীয়

নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডি

বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। এ দিবস উদ্‌যাপনের মূল লক্ষ্য নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ। একই সঙ্গে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকলের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং সমাজে নারী অধিকারের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। সরকারিভাবে গৃহীত কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। এ দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে এলজিইডির সদর দপ্তরে আলোচনা সভা এবং বর্ণাঢ্য র‍্যালি আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি এলজিইডির পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টরে আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

জুলাই ছাত্র-জনতা গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ পরবর্তী ভিন্ন মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপিত হয়। নিপীড়নমূলক শাসনের অবসান ঘটিয়ে নতুন বাংলাদেশের যে স্বপ্ন জেগেছে সেখানে নারীরাও আজ গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। ছাত্র-জনতা, নারী শ্রমিক, পেশাজীবীসহ দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে এক দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়েছে।

সরকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৫ হলো জেন্ডার সমতা অর্জন। টেকসই উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষ সমতা অপরিহার্য। নারীর ক্ষমতায়নে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সমবেত প্রচেষ্টা এবং উদ্ভাবনী অংশীদারত্ব ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। পৃথিবী একক কারো নয়। নয় নারীর, নয় পুরুষের। আমরা সবাই এ পৃথিবীর গর্বিত বাসিন্দা। সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ দেশ, সমাজ ও পৃথিবী বিনির্মাণে সমতা প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। সমতার বিশ্ব গড়তে হলে নারী-পুরুষের সমঅংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠা জরুরি। এলজিইডি সূচনালগ্ন থেকে গ্রামীণ দুস্থ নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে আসছে। এর যাত্রা শুরু হয়েছিল গত শতাব্দির ৬০-এর দশকে ফরিদপুরে পল্লি পূর্ত কর্মসূচিতে গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে মাটির কাজে পুরুষের পাশাপাশি দুস্থ নারীদের সম্পৃক্তকরণের মধ্য দিয়ে। পরে তা নগর এলাকায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ১৯৯৫ সালে পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৯২ সালে এলজিইডি পরিপুর্ণ অধিদপ্তরের মর্যাদা লাভের পর নারীর ক্ষমতায়নে কার্যপরিধি আরও বিস্তৃত হয়।

১৯৯৫ সালে এলজিইডিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় মহিলা প্রকৌশলী ফোরাম, যা ১৯৯৬ সালে মহিলা ফোরাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৮ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণীত হলে তা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে ২০০০ সালে এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম গঠন করা হয়। এ ফোরাম ভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মধ্যে সাজুয্য বিধান, সক্ষমতা উন্নয়ন, নতুন ধ্যান-ধারণা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বিগত প্রায় চার দশকে নারী উন্নয়নে এলজিইডির গৃহীত কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করছে।

শ্রমিক হিসেবে পাওয়া মজুরি, এলসিএস সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশ থেকে পাওয়া অর্থ এবং বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ নারীদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম, যেমন- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, শাকসবজি চাষ, দর্জির কাজ পরিচালনায় সহায়তা করেছে। ফলে নারীরা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন। অনেকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। অসহায় ও দুস্থ নারীদের সম্পদে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীরা মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। তারা সুপেয় খাবার পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করছেন যা স্বাস্থ্য পরিস্থিতি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

এলজিইডির জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের তত্ত্বাবধানে এলজিইডির জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতি পাঁচবছর পরপর কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হচ্ছে। উন্নয়ন কাজে নারীর অংশগ্রহণ, নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে এনে তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এলজিইডি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এই উদ্যোগের ফলে অনেক প্রান্তিক নারী আজ স্বাবলম্বী হচ্ছেন। অন্য নারীদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছেন, হয়ে উঠছেন আলোকবর্তিকা ও অনুপ্রেরণার উৎস। নারী উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালার আলোকে নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে এলজিইডি দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত ৪৫টি পৌরসভায় গার্বেজ ড্রাম ট্রাক হস্তান্তর

পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি) ভুক্ত ৪৫টি পৌরসভার প্রশাসকগণের মধ্যে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এলজিইডির সদর দপ্তরে গার্বেজ ড্রাম ট্রাকের চাবি হস্তান্তর করা হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া চাবি হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, আইইউজিআইপির প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল বারেক ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গার্বেজ ড্রাম ট্রাক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া, প্রকল্প পরিচালক ও পৌরসভার কর্মকর্তাবৃন্দ

উল্লেখ্য, মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। শহর ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। শহরগুলোতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে শহর বা পৌরসভায় বর্জ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা জরুরি। কারণ বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত নানাধরনের ঝুঁকি তৈরি করে। পৌরসভায় উৎপাদিত বর্জ্য আধুনিক উপায়ে অর্থাৎ নিরাপদে ও স্বল্পখরচে পরিবহনের জন্য গার্বেজ ড্রাম ট্রাকের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গার্বেজ ড্রাম ট্রাক ব্যবহার করে বর্জ্য সহজেই ল্যান্ডফিল্ড বা নির্দিষ্ট স্থানে পরিবহন করা সম্ভব। প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত গার্বেজ ড্রাম ট্রাক পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বিধি মেনে পৌর পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে

- মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি

এলজিইডির আওতায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও অগ্রগতি বিষয়ক পর্যালোচনা সভা ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া। সভাপতির বক্তব্যে তিনি এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী পদে তাঁকে নিয়োগ প্রদান করায় অন্তরবর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি ২০২৪ সালে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত সকল শহীদ ও আহতদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

সভায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া

তিনি আরো বলেন, নির্মাণ কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রুত কাজ বাস্তবায়ন ও কাজের অগ্রগতি বাড়াতে হবে। ঠিকাদার কাজ না করলে বিধি মেনে ব্যবস্থা নিতে হবে। ৩০ জুনের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ না করলে ঠিকাদারের চুক্তি বাতিল করে নতুন ঠিকাদার নিয়োগ করে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে হবে। চুক্তির মেয়াদের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী শেখ মুজাক্কা জাহের, কে. এম. জুলফিকার আলী, মোঃ এনামুল হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ মাহবুবুর রহমান, আবু সালেহ মোঃ হানিফ।

পর্যালোচনা সভায় এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সারা দেশের এলজিইডির বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে জুম প্ল্যাটফর্মে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীগণ সংযুক্ত ছিলেন।

রংপুরে প্রভাতী প্রকল্পের জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)'র 'অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী)' প্রকল্পের উদ্যোগে ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ রংপুর পর্যটন মোটেলে জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন এলজিইডি রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মনজুরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রংপুর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রভাতী প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ আনিসুল ওহাব খান। আরও উপস্থিত ছিলেন রংপুর চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি, স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক, উপ-পরিচালক, সিভিল সার্জন, সমাজসেবা, কৃষি সম্প্রসারণ, শ্রম ও কর্মসংস্থান, সমবায়, প্রাণিসম্পদসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, গণমাধ্যমকর্মী, তরুণ ও ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি। গাজীপুরে এলজিইডি স্থাপিত নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে ম্যাসনারি, রড বাইন্ডিং এবং সড়ক নির্মাণ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ নির্মাণ শ্রমিকেরা মেলায় অংশ নেন।

২৭ জানুয়ারি ২০২৫ রংপুর পর্যটন মোটেলে জব ফেয়ারে উপস্থিত এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কমকর্তাবৃন্দ

রংপুর অঞ্চলে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত এ জব ফেয়ারে প্রায় ৩৮টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকদের সাথে সরাসরি কথা বলেন। জব মেলায় প্রায় ২১৩ জন নির্মাণ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। প্রভাতী প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৭ সালে। প্রকল্পের মূল উপাদানগুলো হলো জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা তৈরির জন্য জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা প্রস্তুতি বিষয়ে গবেষণা, গ্রামীণ যোগাযোগ/সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন, স্কুলসহ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, জলবায়ু/বন্যাপ্রতিরোধী স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো নকশা প্রণয়নসহ নির্মাণ কাজের জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান। এছাড়াও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জীবনজীবিকার মান উন্নয়ন; কর্মসংস্থানের জন্য যুবকদের দক্ষতা উন্নয়ন, স্থানীয় প্রারম্ভিক বন্যা সতর্কতা এবং প্রচার ব্যবস্থার উন্নয়নসহ ব্যবহারিক নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

এলজিইডি ক্রিম-ক্রিলিকের ওপর কেএফডব্লিউ রিভিউ মিশন

১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং (ক্রিম) প্রকল্প এবং এর আওতাধীন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) এর কার্যক্রমের ওপর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জার্মান উন্নয়ন ব্যাংক কেএফডবিউ-এর প্রোগ্রেস রিভিউ মিশন সম্পন্ন হয়েছে।

আলোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া

কেএফডব্লিউ পোর্টফোলিও ম্যানেজার জোহান্স হ্যাংগস্ট-এর নেতৃত্বে মিশন প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন টেকনিক্যাল এক্সপার্ট রেইনার ক্রস, পোর্টফোলিও কো-অর্ডিনেটরি আরবান ডেভেলপমেন্ট এসকে তৌহিদুর রহমান। মিশন গত ১ থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সাতক্ষীরা জেলায় চলমান উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ প্রোগ্রেস রিভিউ মিশন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও রিভিউ মিশন স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিইডি),

এরপর পৃষ্ঠা-০৮

পুকুর-খাল উন্নয়নের ফলে উপকৃত হচ্ছে মানুষ

এলজিইডির 'সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প'-এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় মানুষ উপকৃত হচ্ছে। ফসল উৎপাদন, মাছ চাষ ও হাঁস পালন করে অনেক পরিবারে স্বচ্ছলতা এসেছে। অনেক তরুণের বেকারত্ব ঘুচেছে।

ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার ইছামতি মরানদী ছাতিয়া আশ্রায়ণ প্রকল্প হতে বাহ্রা আদর্শ ডিগ্রী কলেজ হয়ে বেনুখালী ব্রিজ পর্যন্ত খালটি খনন করা হয়েছে। খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ কিলোমিটার। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। খালের দুই পাড়ের দরিদ্র ৪০ জন বেকারকে নিয়ে দল গঠন করে হাঁস পালন, মাছ ও সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এখানে সেচ সুবিধা পাওয়ায় বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন বেড়েছে। বর্তমানে খালে দেশীয় জাতের মাছ চাষ করে জেলেরা লাভবান হচ্ছেন।

ঢাকায় বাহ্রা হইতে গালিমপুর আগলা-চুড়াইন ভায়া মরিচপট্টি পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার খাল খনন করা হয়েছে। খালটি খননের ফলে দুইপাড়ের কৃষকের সেচ সুবিধা বেড়েছে। এই এলাকায় মাঘ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত কৃষি কাজে পানির অভাব দূর হয়েছে। এখন এখানে বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজির আবাদ বেড়েছে। পাশাপাশি খালে দেশীয় জাতের মাছ চাষ হচ্ছে।

ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার চুড়াইন ইউনিয়নের বেনুখালী খাল

ময়মনসিংহ অঞ্চলেও পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। নেত্রকোণা সদর উপজেলার প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার গাবিন্দপুর খাল খননের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। খালের দুই পাড়ে বসবাসরত জনগণ সারা বছর সেচ সুবিধা পওয়ায় কৃষি ও মাছ চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করতে পারছে। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন সকল ধরনের শাক-সবজির চাষ হচ্ছে এই এলাকায়। খাল পাড়ের বাসিন্দারা হাঁস পালন করেও লাভবান হচ্ছেন।

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় মাইজপাড়া দাখিল মাদ্রাসার পুকুর খননের পাশাপাশি ঘাটলা ও হাঁটার জন্য ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়। খননের ফলে স্থানীয় জনগণ পুকুরের পানি ব্যবহার করতে পারছে। সেইসঙ্গে মাছচাষ করে আমিষের চাহিদা পূরণ হচ্ছে।

কোন বৈষম্য থাকবে না

১ম পৃষ্ঠার পর

এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য "অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন: নারী ও কন্যার উন্নয়ন"-এর ওপর বক্তব্য রাখেন এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী ও জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সদস্য সচিব সালমা শহীদ। অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ, প্রকল্প পরিচালকগণ, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, সারাদেশ থেকে জুম প্ল্যাটফর্মে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হন।

শেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা ২০২৫-এ এলজিইডির পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন মোসাঃ নার্গিস বেগম, দ্বিতীয় পুরস্কার যৌথভাবে অর্জন করেন আনোয়ারা বেগম ও মোছাঃ মমতাজ বেগম ও তৃতীয় পুরস্কার অর্জন করেন মোছাঃ সাজিদা খাতুন। নগর উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন রাজনা এবং দ্বিতীয় পুরস্কার অর্জন করেন মোছাঃ সাথী ইয়াসমীন। পানিসম্পদ সেক্টরে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন মরিয়ম বেগম, দ্বিতীয় পুরস্কার অর্জন করেন ফরজিনা ও যৌথভাবে তৃতীয় পুরস্কার অর্জন করেন রেহেনা আক্তার ও সনকা রাণী দাস। এলজিইডি প্রতিবছর এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে আসছে।

এলজিইডি সদর দপ্তরে বৃহস্পতিবার ২৭ মার্চ ২০২৫ ক্যাবল-স্টেড ব্রিজ নারায়ণগঞ্জের কদম রসুল ব্রিজ নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়ার উপস্থিতিতে এলজিইডির পক্ষে প্রকল্প পরিচালক হরিকিংকর মোহন্ত এবং চায়না ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জেবি অব জিবিসি জি এস ডিসি প্রতিনিধি ওয়াং জিয়াওয়ুন সহকারী মহাব্যবস্থাপক, জিবিসি জি এস ডিসি চীন, চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ সময় এলজিইডির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন

খাগড়াছড়িতে খাল পুনর্খননে চার গ্রামের কৃষকের মুখে হাসি

এলজিইডির টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার ক্যায়াংঘাট উপপ্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় চারটি গ্রামের কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে। ইতোমধ্যে ক্যায়াংঘাট ইউনিয়নের তবলছড়ি,যাদুগানালা, করল্যাছড়ি মুখ ও নোয়াপাড়া এই চারটি গ্রামের ২৪০ হেক্টর কৃষিজমি সেচ ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। সেচ সংকট নিরসন হওয়ায় এই এলাকায় কৃষক এখন সারা বছর ধান ও শাক-সবজিসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করতে পারছে । অনেক অনাবাদি জমিতে এখন বছরে একাধিকবার ফসল হচ্ছে। এখানে ৩ দশমিক ২ কিলোমিটার যাদুগানালা খাল পুনর্খনন এবং একইসঙ্গে দুটি শাখা খাল পুনর্খনন ও খালের দুই পাড়ে যাতায়াতের জন্য দুটি বড় কালভার্ট ও সেচ সুবিধায় রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে।

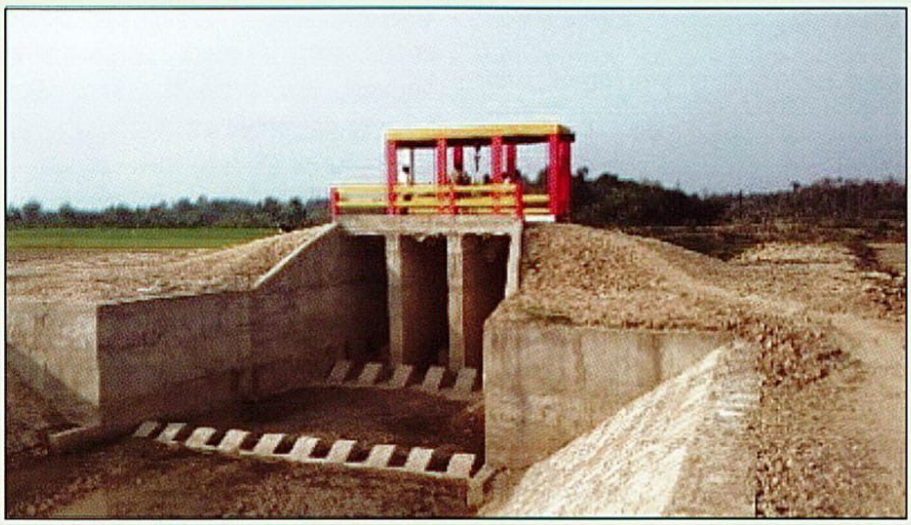

মহালছড়ি উপজেলার ক্যায়াংঘাট যাদুগানালায় নির্মিত রেগুলেটর

উপ-প্রকল্পের সাধারণ সম্পাদক মনোতষ চাকমা জানান, পাহাড়ি এই জনপদে সুপেয় পানি ও সেচ সংকট তীব্র ছিল। ক্যায়ংঘাট উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হওয়ায় সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। কৃষকের পরিশ্রম কমে গেছে। শস্য উৎপাদন ও মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখন এক ফসলি জমিতে তিনটি ফসল হচ্ছে। ফলে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে পাবসসের জন্য একটা অফিস ঘর নির্মাণ করা হয়েছে এবং যেখান থেকে সদস্যরা ক্যায়াংঘাট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিঃ পরিচালনা করছে। ক্যায়াংঘাট পাবসস লিমিটেডের সদস্য সংখ্যা ৩৩৩ জন। এরমধ্যে পুরুষ ২৩১ জন ও নারী ১০২ জন। পাবসস সদস্যকে বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক কাজের জন্য ঋণ প্রদান ও নানান প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

সড়ক উন্নয়নের ফলে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে গতি এসেছে

এলজিইডি যশোর জেলার কেশবপুর ও শার্শা উপজেলায় জনসাধারণের দাবী পূরণে কয়েকটি রাস্তার উন্নয়ন করেছে। ফলে এলাকাগুলোতে মানুষের চলাচলের ভোগান্তি দূর ও যাতায়াত সহজ হয়েছে। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় বিপুল সংখ্যক কৃষক তাঁদের উৎপাদিত পণ্য হাট-বাজারে বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে। এলাকাবাসীরা আগের চেয়ে কমসময়ে যাতায়াত করতে পারছেন। কেশবপুর উপজেলার বগুড়া জিসি সিকারপুর বাজার থেকে বুড়ির হাট পর্যন্ত সড়কটির উন্নয়ন করা হয়েছে। ৬ কিলোমিটার এই সড়কটি পার্শ্ববর্তী তালা উপজেলার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। সড়কটি ব্যবহার করে কয়েকটি ইউনিয়নের মানুষ তাঁদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও মাছ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করছে। পাশাপাশি তাঁরা বিভিন্ন ধরনের পণ্য আনতে পারছে।

নবনির্মিত বগুড়া জিসি-সিকারপুর বাজার ভায়া বুড়ির হাট সড়ক

ছুকনগর-সোয়াগাতি সাড়ে ৪ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করার ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। সড়কটি পার্শ্ববর্তী উপজেলা ডুমুরিয়ার সাথে সংযোগ সৃষ্টি করেছে। সড়কটি এলাকায় কৃষি ও মৎস্য খাতে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। অনেক বেকার তরুণের কর্মস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

যশোরের শার্শা উপজেলার নাভারন জিসি-গোরপাড়া জিসি সাড়ে তিন কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে। উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নের মানুষ উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করছে। এছাড়াও সড়কের পাশেও গড়ে উঠছে নানান প্রতিষ্ঠান। যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

অবসরে গেলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৮৯ সালের ১১ এপ্রিল নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবিতে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি মাঠপর্যায়ে ও সদর দপ্তরে উপজেলা প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ ১৯৬৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বাগেরহাট জেলায় এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী শেখ মুজাক্কা জাহের ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৮৯ সালের ৪ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী শেখ মুজাক্কা জাহের ১৯৬৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি খুলনা জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী কে. এম. জুলফিকার আলী ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৮৯ সালের ৪ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী কে. এম জুলফিকার আলী ১৯৬৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জ জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী অনিল চন্দ্র বর্ম্মন ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৮৯ সালের ৪ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী অনিল চন্দ্র বর্ম্মন ১৯৬৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ জেলায় এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও পরিচালক জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প (ক্রিম) মোঃ আব্দুল হাকিম ১ জানুয়ারি ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। মোঃ আব্দুল হাকিম ১৯৯১ সালের ২৩ এপ্রিল সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবি নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর সাতক্ষীরায় যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন জেলায় সহকারী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মোঃ আব্দুল হাকিম ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি কুষ্টিয়া জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মনজুরুল ইসলাম ১৪ মার্চ ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৯১ সালের ২৩ এপ্রিল সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোঃ মনজুরুল ইসলাম ১৯৬৬ সালের ১৫ মার্চ ঢাকা জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ জসিম উদ্দিন ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। মোঃ জসিম উদ্দিন ১৯৯২ সালের ২৬ নভেম্বর উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে উপজেলা প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোঃ জসিম উদ্দিন ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ শরীয়তপুর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান ১ জানুয়ারি ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। মোঃ মাহফুজুর রহমান ১৯৯২ সালের ২৬ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান ১৯৬৬ সালের ২ জানুয়ারি জামালপুর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ সেলিম মিয়া ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। মোঃ সেলিম মিয়া ১৯৯২ সালের ২৬ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোঃ সেলিম মিয়া ১৯৬৬ সালের ১৬ জানুয়ারি ঢাকা জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ মহির উদ্দিন সেখ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। মোঃ মহির উদ্দিন সেখ ১৯৯২ সালের ২৬ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোঃ মহির উদ্দিন সেখ ১৯৬৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জ জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম ১ জানুয়ারি ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। নজরুল ইসলাম ১৯৯২ সালের ২৬ নভেম্বর উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে উপজেলা প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম ১৯৬৬ সালের ২ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ মাহবুব আলম ১ জানুয়ারি ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। মোঃ মাহবুব আলম ১৯৯২ সালের ২৮ নভেম্বর উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে উপজেলা প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোঃ মাহবুব আলম ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি কুমিল্লা জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

কেএফডব্লিউ রিভিউ মিশন

০৪ পৃষ্ঠার পর

ইকোনমিক রিলেশন্স ডিভিশন (ইআরডি) ও জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড) এর সঙ্গে ক্রিলিকের কার্যক্রম ও আগামী সম্ভাবনা সম্পর্কীয় আলোচনা করেন।

৬ ফেব্রুয়ারি রিভিউ মিশন এলজিইডির কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দের সঙ্গে ক্রিলিকের অগ্রগতি, করণীয় ও ভবিষৎ পরিকল্পনা নিয়ে মতবিনিময় করেন। একইদিন ডিসপোসিশন ফান্ড সংক্রান্ত কর্মশালার মাধ্যমে কেএফডবিউ-এর রিভিউ মিশন সম্পন্ন হয়। কর্মশালায় অনলাইনে যোগ দেন কেএফডবিউ-এর টেকনিক্যাল এক্সপার্ট জোয়াকিম ট্রেডে। রিভিউ মিশনে এলজিইডির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ক্রিলিক ডিরেক্টর মোঃ আনোয়ার হোসেন, ক্রিম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল খালেক, ক্রিলিকের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ লতিফ হোসেন, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীবৃন্দ।

প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস-এর আওতায় যশোর জেলায় পুনঃনির্মিত ও সংস্কারকৃত দুটি ব্রিজ জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীন প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস-এর আওতায় যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় একটি ৩১ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ উপজেলা সড়কে পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটির ক্যারেজ ক্যারেজওয়ে ছিল ৩.৭০ মিটার, বর্তমানে ৭.৩০ মিটার ক্যারেজওয়ে রেখে রিপ্লেসমেন্ট ক্যাটাগরিতে ব্রিজটি পুনঃনির্মিত হয়েছে। আগে ব্রিজটি অপ্রশস্ত ছিল, যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হতো এবং প্রায়শই ট্রাফিক জ্যাম লেগে থাকতো।

এলজিইডি ও বিশ্বব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ৩১ মিটার দীর্ঘ পুনঃনির্মিত পিসি গার্ডার ব্রিজ পরিদর্শন করেন

ব্রিজটি পুনঃনির্মিত হওয়ায় স্থানীয় জনগণের দীর্ঘদিনের দুর্দশা লাঘব হয়েছে। এছাড়াও যশোর জেলার অধীন অভয়নগর উপজেলাধীন যশোর-খুলনা আরএইচডি ভাংগাগেইট আমতলা জিসি ভায়া মরিচা, নিউলি বাজার সড়কে রিহেবিলিটেশন ক্যাটাগরির আওতায় ৭০২.৫৫ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ সংস্কার করা হয়েছে। সেতুটি দীর্ঘস্থায়ী করা এবং ব্যয়বহুল মেরামত কাজ না করার লক্ষ্যে সেতুটি সংস্কার করা হয়। উল্লেখ্য, প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস-এর আওতায় মাইনর মেইনটেনেন্স, মেজর মেইনটেনেন্স, ক্যাপাসিটি এক্সপেনসান, রিপ্লেসমেন্ট, রিহেবিলিটেশন এবং নিউ কনস্ট্রাকশন এ ৬টি ক্যাটাগরিতে ৬১টি জেলায় (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) গ্রামীণ ব্রিজ/কালভার্টের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলমান রয়েছে। জনবহুল ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সেতু দুটি পুনঃনির্মাণ/সংস্কারের ফলে স্থানীয় জনগণের চলাচল, কৃষিপণ্য পরিবহন, শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। সেতু দুটি পুনঃনির্মাণ/সংস্কারের ফলে অত্র এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাটবাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং উপজেলা সদরে যাতায়াতে সময় ও অর্থ ব্যয় অনেকাংশে সাশ্রয় হয়েছে।

এক নজরে যশোর জেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম

ঝিকরগাছা: ঝিকরগাছায় ৩১ মিটার পিসি গার্ডার ব্রিজের পুনঃনির্মাণ কাজ সফলভাবে শেষ হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত এই ব্রিজটি স্থানীয় জনগণের জন্য একটি যুগান্তকারী যোগাযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেছে। পূর্বে নিকটবর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাটবাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং উপজেলা সদরে যাতায়াতে দীর্ঘ সময় ও অর্থ ব্যয় হতো। পুনঃনির্মিত ৩১ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণের ফলে স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সহজতর হয়েছে, কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য কমসময়ে বাজারে পৌঁছে দিতে পারছেন এবং রোগীদের জরুরি চিকিৎসা সেবা গ্রহণের পথও অনেক সহজ হয়েছে। এই ব্রিজটির মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বেড়েছে, স্থানীয় পরিবহন খরচ কমেছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ব্রিজটি সরাসরি দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

চৌগাছা: চৌগাছা-ঝিকরগাছা হাট সড়ক মেরামত: সম্প্রতি হাট সড়কটি মেরামতের ফলে জনসাধারণের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন হয়েছে। সড়কে দুর্ঘটনার প্রবণতা অনেক কমে যাওয়াসহ কয়েকটি এলাকার জনগণের উৎপাদিত কৃষিপণ্য, মাছসহ অন্যান্য পণ্য স্বল্প সময়ে ও কম খরচে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করতে পারবে। এছাড়াও সড়কের পাশে বিভিন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে ও স্কুল কলেজের পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে নিরাপদে যাতায়াত করতে পারবে।

বাঘারপাড়া: বাঘারপাড়া উপজেলাধীন ছাতিয়ানতলা বাজারে চারতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট দুইতলা মার্কেট ভবনটি দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (১ম সংশোধিত) আওতায় নির্মিত হয়েছে। মার্কেটটি নির্মাণের ফলে এলাকাবাসী সুফল পাচ্ছেন। ভবনটি যশোর-নড়াইল মহাসড়কের পাশে অবস্থিত হওয়ায় দূর-দূরান্ত হতে কৃষিপণ্য সরবরাহ ও পরিবহন করা সহজ হয়েছে। তিনটি ইউনিয়ন পরিষদ, চল্লিশটি গ্রাম ও পনেরটি বাজার সংযুক্ত থাকায় সবজি ও মৎস্য কেনাবেচায় আগের চেয়ে সহজে ও নিরাপদে যাতায়াত করতে পারছেন এলাকাবাসী।

কেশবপুর: বগা জিসি থেকে শিকারপুর পর্যন্ত ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটি বৃহত্তর যশোর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মেরামত করার ফলে জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। সড়কটি পার্শ্ববর্তী উপজেলা তালা ও সাতক্ষীরা সদরের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি করেছে। সড়কটি মেরামতের ফলে দুর্ঘটনা কমে গেছে। ফলে এলাকার জনগণের উৎপাদিত কৃষিপণ্য, মাছসহ অন্যান্য পণ্য নিরাপদে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করতে পারছেন। এছাড়াও সড়কের পাশে এলাকাবাসীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

কেশবপুর: চুকনগর থেকে সোলগাতী সাত কিলোমিটার সড়কের মেরামতের ফলে জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে। সড়কটি পার্শ্ববর্তী উপজেলা ডুমুরিয়া, খুলনার সাথে সংযোগ সৃষ্টি করেছে। সড়কটি মেরামতের ফলে ৫০টি গ্রামের জনসাধারণের উৎপাদিত কৃষিপণ্য, মাছসহ অন্যান্য পণ্য নিরাপদে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করতে পারছেন। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা সময় মতো উপস্থিত ও নিরাপদে যাতায়াত করতে পারছে।

অভয়নগর: অভয়নগর উপজেলার জনবহুল ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ৭০২.৫৫ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ব্রিজটি নির্মাণের ফলে স্থানীয় জনসাধারণের চলাচল, কৃষিপণ্য পরিবহন ও শিক্ষা-চিকিৎসা সেবায় অসাধারণ গতি এসেছে। এছাড়া স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সহজতর হয়েছে, কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য দ্রুত বাজারে পৌঁছে দিতে পারছেন এবং রোগীদের জরুরি চিকিৎসা সেবা গ্রহণের পথও অনেক সহজতর হয়েছে।

শার্শা: নাভারন জিসি থেকে গোড়পাড়া পর্যন্ত দীর্ঘ ১০.৬ কিলোমিটার সড়ক মেরামতের ফলে এলাকাবাসী উপকার পাচ্ছেন। সড়কটি মেরামতের ফলে ৫০টি গ্রামের জনসাধারণের উৎপাদিত কৃষিপণ্য, মাছসহ অন্যান্য পণ্য নিরাপদে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করতে পারছেন।

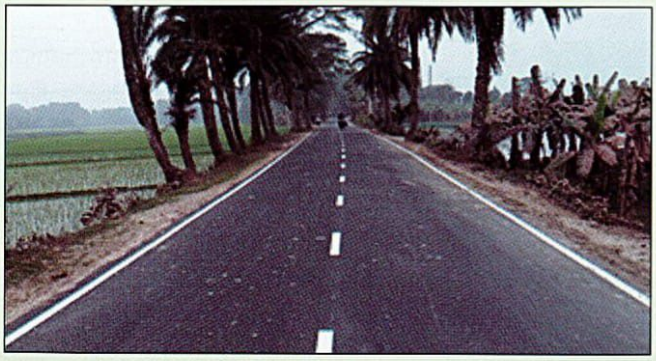

চৌগাছা-ঝিকরগাছা সড়ক

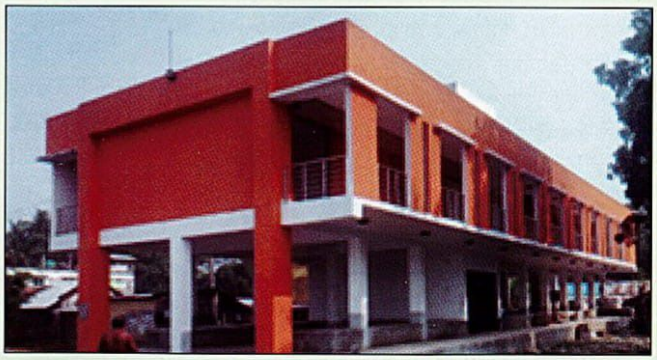

বাঘারপাড়া চারতলা ভিত্তি বিশিষ্ট দুই তলা মার্কেট

কেশবপুর: চুকনগর-সোলাগাতি সড়ক

অভয়নগর সেতু

প্রকৌশলীদের সেতু নির্মাণ বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে

মানবসম্পদ উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষে এলজিইডি প্রতিবছরের মতো চলতি অর্থবছরেও রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত করে আসছে। এলজিইডি'তে কর্মরত প্রকৌশলীদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে রাজস্ব বাজেটের আওতায় দুই ব্যাচে সেতু নির্মাণ ও কাজের মান ব্যবস্থাপনা বিষয় প্রশিক্ষণ কোর্স জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫-এ কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিটে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে ৪২ জন উপজেলা প্রকৌশলী, ১ জন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী এবং ৪ জন সহকারী প্রকৌশলীসহ মোট ৪৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। সেতু নির্মাণের আধুনিক ব্যবস্থাপনা, নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ, সঠিক নির্মাণ উপকরণ নির্বাচন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করে কোর্সটি প্রণয়ন করা হয়। আশা করা যায়, প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন, যা সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক সুফল বয়ে আনবে।

অদক্ষ জনগোষ্ঠিকে দক্ষ জনগোষ্ঠিতে রূপান্তর করতে প্রশিক্ষণের ভূমিকা অপরিসীম। এজন্য প্রয়োজন অদক্ষ শ্রমিকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষিত করা। এ লক্ষে চলতি অর্থবছরে (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫) সময়কালে গাজীপুরস্থ নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'আমার গ্রাম আমার শহর' প্রকল্প হতে ৪৫ দিনব্যাপী ১ টি ম্যাসনরি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং 'অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী)' শীর্ষক প্রকল্প হতে ২১ দিন ব্যাপি ৬টি রোড কন্সট্রাকশন শীর্ষক ট্রেড প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ম্যাসনরি কোর্সে ২০ জন এবং রোড কন্সট্রাকশন কোর্সে ১২০ জন মোট ১৪০ জন অদক্ষ শ্রমিককে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়লে যেমন নির্মাণ কাজ সময়মত শেষ হবে তেমনি কাজের মান এবং স্থায়িত্বও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শ্রমিকদের দেশে বিদেশে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্তি শেষে প্রশিক্ষণার্থী-প্রশিক্ষকবৃন্দ

মাদারীপুরে চরপালদি জাজিরা উপপ্রকল্পের আওতায় খাল খননের ফলে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় মাদারীপুর জেলায় টুকরাকান্দি উপপ্রকল্পের হোতার খাল খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে কমেছে দুর্ভোগ ও ক্ষয়ক্ষতি। খালটি পুনর্খননের ফলে প্রায় বিরাট এলাকায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে জনগণ উপকৃত হচ্ছে। এর ফলে বর্ষা মৌসুমে আগাম বন্যা ও বর্ষাপরবর্তী বন্যার হাত থেকে কোটি টাকার ধান, পাট শাকসবজি ও অন্যান্য ফসল রক্ষা পাবে। খালটি পুনর্খননের ফলে টুকরাকান্দি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিমিটেডের কার্যক্রমের মাধ্যমে মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার কয়রিয়া ইউনিয়নের সাধারণ জনগণ কৃষি ও মৎস্য খাতে

মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার টুকরা কান্দি উপ প্রকল্পের হোতার খাল খনন

মাদারীপুরে এলজিইডির তত্ত্বাবধানে "ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প" এর চরপালদি জাজিরা খাল খনন দ্বারা কৃষি ও মৎস্যে টেকসই উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর মাদারীপুর জেলার অধীন ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় চরপালদি জাজিরা খাল খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রমজানপুর ইউনিয়ন এর উত্তর রমজানপুর, দক্ষিণ রমজানপুর, মহিষমারী, নতুন টরকী গ্রামের জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল চরপালদি জাজিরা খাল খনন করা। খালটি পুনর্খননের ফলে প্রায় ২১০ হেক্টর এলাকায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে জনগণ উপকৃত হচ্ছে। কাজটির খনন কাজ পালদি কুমার নদে শেষ হয়েছে। এর ফলে বর্ষা মৌসুমে আগাম বন্যা ও বর্ষা পরবর্তী বন্যার হাত থেকে কোটি টাকার ধান, পাট শাকসবজি ও অন্যান্য ফসল রক্ষা পাবে। খালটি পুনর্খননের ফলে চরপালদি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিমিটেড এর কার্যক্রমের মাধ্যমে মাদারীপুর কালকিনি উপজেলার রমজানপুর ইউনিয়নের সাধারন জনগণ কৃষি ও মৎস্য খাতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে।

শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলায় সুরেশ্বর-ভেদরগঞ্জ-ডামুড্যা-গোসাইরহাট-চরমনপুরা (ভেদরগঞ্জ অংশ) সাড়ে সাত কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর শরীয়তপুর জেলার অধীন ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প-এর আওতায় ভেদরগঞ্জ উপজেলায় সুরেশ্বর- ভেদরগঞ্জ- ডামুড্যা-গোসাইরহাট-চরমনপুরা (ভেদরগঞ্জ অংশ) সড়কে সাড়ে সাত কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। রাস্তাটি নির্মাণের ফলে ভেদরগঞ্জ উপজেলার সাথে সুরেশ্বর-ডামুড্যা-গোসাইরহাট-চরমনপুরার যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। অত্র অঞ্চলের জনগণের যাতায়াতে দূরত্ব কমেছে এবং এলাকার উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহন খরচ ও সময় সাশ্রয় হয়েছে। স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীরা সহজে উপজেলা হেডকোয়ার্টার ও জেলার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে উন্নত লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলায় সুরেশ্বর-ভেদরগঞ্জ-ডামুড্যা-গোসাইরহাট-চরমনপুরা (ভেদরগঞ্জ অংশ)

শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলায় আঙ্গারিয়া জিসি-চন্দ্রপুর জিসি ভায়া বিনোদপুর ইউপি সড়কে আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীন "প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রীজেস" এর আওতায় শরীয়তপুর জেলার সদরপুর উপজেলায় আঙ্গারিয়া জিসি-চন্দ্রপুর জিসি ভায়া বিনোদপুর ইউপি সড়কে একটি ৪৫.০৬ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রীজ দৃষ্টিনন্দন করে পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। ব্রিজটি পুনঃনির্মিত হওয়ার ফলে সদর উপজেলার আঙ্গারিয়া জিসি হতে বিনোদপুর ইউপি হয়ে চন্দ্রপুর বাজারের সাথে উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। অত্র অঞ্চলের জনগণের সদর উপজেলার সাথে চন্দ্রপুর বাজারে যাতায়াতে দুরত্ব কমেছে এবং এলাকার উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহণ খরচ ও সময় সাশ্রয় হয়েছে। স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীরা সহজে উপজেলা সদর এবং নিরাপদে শরীয়তপুর জেলার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে উন্নত লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলায় আঙ্গারিয়া জিসি-চন্দ্রপুর জিসি ভায়া বিনোদপুর ইউপি সড়কে ৪৫.০৬ মিটার দৈর্ঘ্যের আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী পেলেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

৩৬ বছরেরও অধিককালের কর্মজীবনে তিনি সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এসময় তিনি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিবাস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পে সম্পৃক্ত থেকে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য ঢাকায় সফলভাবে সুন্দর আবাসন নির্মাণে দক্ষতার পরিচয় দেন। রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ ব্যতীত) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে কর্মরত থেকে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে অংশ নেন। তিনি সহকারী প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া ২০১৯ সালে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন)-এ দীর্ঘ সময় সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এসময় দায়িত্ব পালনে তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এলজিইডির সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এরপর তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে (মানব সম্পদ, পরিবেশ ও জেন্ডার) ইউনিটের দায়িত্ব পালন করেন।

২০২৩ সালে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি পান। তিনি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মানব সম্পদ উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ ইউনিট)-এ কর্মরত থাকাকালীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ইউনিটের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি একজন মেধাবী, চৌকস, কর্মঠ, দক্ষ ও সৎ প্রকৌশলী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। চাকরিতে যোগদানের পর পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন কারিগরি, ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও সরকারি দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়ার সহধর্মিনী ফাতিমা যাকিয়াহ্ একজন আদর্শ সুগৃহিণী। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ পেলেন মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী পদে যোগদান করলেন মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া। স্থানীয় সরকার বিভাগ ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মানব সম্পদ উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ) মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়াকে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর (চলতি দায়িত্ব), হিসেবে নিয়োগ দেন।

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া ১৯৬৬ সালে ১ সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার পাটাগ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জমির উদ্দিন মিয়া এবং মাতার নাম রহিমা বেগম। রশীদ মিয়া ১৯৭১ সালে পাটাগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৮১ সালে তারাকান্দি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে এসএসসি এবং বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজ থেকে ১৯৮৩ সালে প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে এইচএসসি পাশ করেন। ১৯৮৭ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি) (বর্তমানে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) থেকে পুরকৌশলে স্নাতক এবং ২০১৪ সালে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে পরিবেশ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। যমুনা নদীর ভাঙ্গনে কাজিপুর উপজেলার পাটাগ্রামের বসতবাড়ি নদীতে বিলীন হওয়ার পর ১৯৯২ সাল থেকে বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া প্রথমে জাপানের বহুজাতিক কোম্পানি মিতসুবিসিতে প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজে যোগদান করে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ কর্মকমিশন (পিএসসি)-এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) সদর দপ্তরে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ২০০৬ সালে পদোন্নতি পেয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি কুষ্টিয়া জেলায় সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এলজিইডিতে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। সিরাজগঞ্জ জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

এরপর পৃষ্ঠা-১১

সিআরডিপি'র আওতায় পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে নির্মিত হচ্ছে অবকাঠামো

ঢাকা ও খুলনা অঞ্চলের নগর ও নগর অঞ্চল এলাকার নগর অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষে দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি) বাস্তবায়িত হচ্ছে। সামাজিক ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সমন্বিত পরিকল্পনা, জলবায়ুসহিষ্ণু ও পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো ডিজাইন, তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের অবকাঠামোগত নকশায় নগরবাসীর চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যময় ও ব্যবহার উপযোগী, অবকাঠামো নির্মাণকে অগ্রাধিকর দেওয়া হচ্ছে। জলবায়ুসহনশীল উপকরণ ইউনিব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে সড়ক ও ফুটপাথ নির্মাণ করা হচ্ছে। উপকারভোগীগণের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে ডিজাইন চূড়ান্ত করা হচ্ছে। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত সকল রাস্তায় পথচারীদের জন্য নিরাপদ পারাপার এবং সড়ক নিরাপত্তা চিহ্ন সংযুক্ত করা হচ্ছে। প্রকল্পের অর্থায়ন করছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকার। প্রকল্পের আওতায় ৩২৩ কিলোমিটার রাস্তা, ১১২ কিলোমিটার ড্রেন, ১,১১২ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট, ১৬ কিলোমিটার খাল পুনর্খনন, ৯টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ, ৫ কিলোমিটার ঢাল সংরক্ষণ কাঠামো, ১টি বাস টার্মিনাল এবং ১টি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

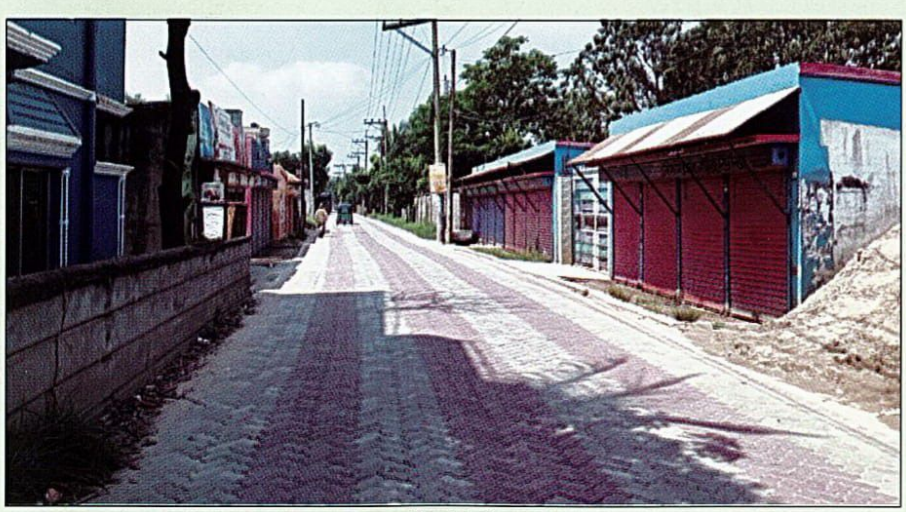

সোনারগাঁও ইউনিব্লক রাস্তা

২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় মোট ২৯৭.৬৩ কিলোমিটার রাস্তা, ১০৯.১২ কিলোমিটার ড্রেন, ১,০৯৪ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট, ১৩.৩০ কিলোমিটার খাল পুনর্খনন, ৪.১০ কিলোমিটার ঢাল সংরক্ষণ কাঠামো, ১টি বাস টার্মিনাল এবং ৯টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি শতকরা ৮৭ ভাগ।

উপদেষ্টা: মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া, প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), এলজিইডি, **সম্পাদক :** মোঃ আনোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd